বিশ্বে বাংলা ভাষা চর্চা কেন্দ্র ও প্রসঙ্গ কথা

নীতীশ বিশ্বাস

প্রাক কথন : পৃথিবীর ভাষা মানচিত্রে বাংলা ভাষার স্থান চতুর্থ[১]। যদি ভারতের নানা রাজ্যে যে বাংলা ভাষা চর্চা কেন্দ্র তথা স্কুল কলেজগুলি আছে সেখানে যথাযথভাবে মাতৃভাষা চর্চা ও পঠন পাঠনের ব্যবস্থা থাকতো তাহলে এ ভাষার জনসংখ্যা আজ হয়তো বিশ্বে তৃতীয় হ'ত। স্বাধীনতার সময় যদিও বাংলাভাষা জনসংখ্যা ভারতের ছিলো সবচেয়ে বেশি। নানা ধরনের চক্রান্তের ফলে তা আজ অনেক নীচে নেমে গেছে। তাহলেও ভারতের সে দ্বিতীয় ভাষা, কিন্তু সরকারী মর্যাদায় তার স্থান বহু নীচে। একটা ভয়ানক অবিচারের শিকার সে ভাষা। দ্বিতীয়তঃ ভারতে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ তার মৌলবাদী ফণা বিস্তার করে একদিকে আক্রমণ করছে গণতন্ত্রকে অন্য দিকে মৃত্যু শয্যায় পাঠাতে চেষ্টা করছে ভাষার গণতন্ত্রকে। তাই লোকগণনার কারচুপি, তাই অর্থ বরাদ্দে হিন্দির সঙ্গে আকাশ পাতাল ব্যবধান। আমরা হিন্দি ভাষী দরিদ্র মানুষের পক্ষে কিন্তু হিন্দি ভাষা নিয়ে এই যে হিন্দি - হিন্দু - হিন্দুস্তান' নামের রণধ্বনি - এর ভয়ানক বিরুদ্ধে। বিরুদ্ধে জাতীয় সংহতির স্বার্থে, বিরুদ্ধে শান্তি ও প্রগতির স্বার্থে।

কথারম্ভ : আমরা সকলেই জানি — পৃথিবীর যেসব দেশে বাংলাভাষা চর্চা হয়ে তাকে তার শীর্ষে আজ বাংলাদেশ। দ্বিতীয় স্থানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। তারপর ত্রিপুরা, আসাম এবং ভারতের অন্যান্য কয়েকটি স্থানেও বাংলা ভাষাভাষী মানুষ যেমন আছেন সেই সূত্রে কোনেমতে বেঁচে আছে বাংলাভাষা চর্চার ধারা।

ভারতের বাইরে বাংলাভাষা চর্চা প্রসঙ্গে আলোচনায় তাই প্রাধান্য পাওয়া উচিত বাংলাদেশের কথা। কিন্তু সে আলোচনা স্বতন্ত্র নিবন্ধের বিষয়। তাই অতি সংক্ষেপে সে প্রসঙ্গ আমরা শেষাংশে উপস্থিত করব। তার আগে পৃথিবীর অন্য ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাঙ্গণে কোথায় কোথায় কিছু দিন আগে বাংলাভাষা চর্চা হোত তার সূত্র সন্ধান করা যাক।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত তথ্য অনুসারে ভাষাভাষী জনসংখ্যার হিসেবে বাংলা পৃথিবীর চতুর্থ ভাষা। এছাড়া ১৯৯৮-এ প্রকাশিত 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' তথ্যানুসারেও বাংলা পৃথিবীর চতুর্থ ভাষা। জনসংখ্যার হিসাবে চীনা, স্পেনিশ, ইংরেজি তারপর বাংলা এবং ৫ম স্থানে হিন্দি ভাষা।

কিন্তু জনসংখ্যার হিসেবে যাই হোক না কেন, ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত হবার আগে আন্তর্জাতিক ভাষা মানচিত্রে বাংলাভাষার পরিচিতির সূত্র ছিলেন মুখ্যতঃ 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ'। রবীন্দ্রনাথই বাংলাভাষা-জননীর সেই সূর্যসন্তান যার আলোকে বিশ্বলোকে বাংলা সাহিত্যের পরিচিতি, অনুবাদ চর্চা ও গবেষণা। আর রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের দার্শনিক কবি হিসেবে বহুবার বহুদেশে গেছেন সাংস্কৃতিক দূত হিসাবে। গড়ে তুলেছেন পৃথিবীর বহু ভাষার সঙ্গে বাংলাভাষার সম্প্রীতির সম্পর্ক। তাই আজকে যে তথ্য সন্ধান সেখানে এখনও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রিক ভাষা হিসাবে বাংলা চর্চার ব্যাপক উদ্যোগ শুরু হয়নি— হচ্ছে ভাবের ভাষা হিসাবে সাহিত্যে অনুরাগীদের চর্চার সূত্রে। তাই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সর্বত্র গড়ে উঠেনি এসব প্রতিষ্ঠান— অনেক ক্ষেত্রেই চর্চার বৃত্ত সীমাবদ্ধ থেকেছে ব্যক্তিক চেষ্টায়। এসব বাদে যেসব প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের কথা আমরা জেনেছি— তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেওয়া হলো।

ব্রিটেন : এদেশের প্রখ্যাত ও ঐতিহ্যপূর্ণ যে প্রতিষ্ঠানটিতে বাংলা চর্চা ও গবেষণার সুযোগ আছে তার নাম 'স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ'। কবি ও অধ্যাপক উইলিয়াম ডেরিক ছিলেন এর মুখ্য আকর্ষণ। তিনি নিজে অনুবাদ করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধ কাব্য। অনুবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথের বহু গল্প ও কবিতা । এমনকি রবীন্দ্র নাটক 'ডাকঘর' প্রযোজনাও করেছেন।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন জে ডি আন্ডারসন নামে এক গবেষক, যিনি ঢাকা শহরে কাটিয়েছিলেন বেশ কিছুকাল।

বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের জন্য বিভিন্ন কাউন্টি স্কুলে বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যসূচী, পাঠ্যগ্রন্থ ও শিক্ষকের ব্যবস্থা তাঁরা করেছেন। এছাড়া কাউন্টি (জেলা) গ্রন্থাগারগুলোতেও চাহিদার ভিত্তিতে কিছু কিছু বাংলা বই রাখা হয়ে থাকে।

এ প্রসঙ্গে রেডিও - টিভির কথাও আসতে পারে। বিবিসি-র বাংলা অনুষ্ঠান তো নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ঘোষক ও শিল্পীদের বড় অংশই বাংলাদেশের হলেও ভারতের শিল্পীদের উপস্থিতিও লক্ষণীয়। প্রবাসী বাঙালিদের আয়োজিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্রকাশিত পত্র - পত্রিকার মাধ্যমেও এসব ক্ষেত্রে পরোক্ষে কিছু বাংলা চর্চা হয়ে থাকে। আমাদের কাছে খবর আছে লণ্ডন শহর থেকে সাপ্তাহিক ছাড়াও প্রতিদিন দুটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যা পৃথিবীর এক বিশেষ ঘটনা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : এদেশে বাংলা চর্চার প্রধান কেন্দ্র শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া ভাষা ও সভ্যতা বিভাগ। বহুদিন পর্যন্ত এই কেন্দ্রের প্রাণপুরুষ ছিলেন প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত এডওয়ার্ড ক্যামেরণ ডিমক। ইনি বৈষ্ণব পদাবলী যে অনুবাদ প্রকাশ করেন তার শিরোনাম ''In Praise of Krishna''। তাঁর অনুদিত অন্য গ্রন্থটি হল বৈষ্ণব সাহিত্যের আকরগ্রন্থ 'চৈতন্য চরিতামৃত' এটির প্রকাশক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলার বাউল সঙ্গীত বিষয়ক তাঁর গ্রন্থ ''The Place of Hidden Moon''। তাঁর অনুদিত বাংলার মধ্যযুগের কথোপকথন শিক্ষার জন্য তিনি যে অসাধারণ গ্রন্থটি রচনা করেছেন— শুনেছি অন্যান্য গ্রন্থের মতো এটিও খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই প্রখ্যাত বাংলাপ্রেমীকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে সম্মানিত করেছেন।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত কেন্দ্রে কর্ণধার ছিলেন অধ্যাপক ক্লিটন, বি. সিলি। তিনি বাংলায় আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির নাম 'A Poet Apart'। এজন্য তিনি আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়া গবেষক রন ইন্ডেন (Ron Inden) হিন্দুদের জ্ঞাতি -সম্পর্ক নিয়ে এবং অধ্যাপক র‍্যালিফ নিকোলাস বাঙালিদের সামাজিক নৃতত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন। বাঙালির দুর্গাপূজা নিয়ে গবেষণা করেছেন আকোস অ্যাস্টর।

এই প্রতিষ্ঠানের ভাষাবিজ্ঞান ও দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'। বাংলাভাষা বিজ্ঞানের নানাদিক নিয়েও তিনি কাজ করেছেন সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু প্রসঙ্গে।

এই প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক ভাষা শিক্ষা থেকে পি. এইচ. ডি পর্যন্ত নিয়মিত বাংলা চর্চা করা হয়। আমেরিকায় অন্য যেসব বাংলা চর্চা কেন্দ্র আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল—

ক) মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় (মেনিয়া পোলিস)— এদের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগে এক সময় বাংলা পড়ানো হত।

খ) হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় (হনোলুলু)— এখানে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন র‍্যাচেল ভন বমার। এটিও বন্ধ হয়ে গেছে।

গ) কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (নিউ ইয়র্ক)— এখানে বাংলা বিভাগ আছে।

ঘ) ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বার্কলে)— এখানে বাংলা বিভাগ আছে।

ভয়েজ অব আমেরিকা বাংলা সংবাদ, ভাষ্য এবং ভারত-বাংলাদেশ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান বাংলা চর্চার অন্য বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত।

জার্মানি : সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে জার্মান ভাষার সংযোগ সূত্রে বহু বাঙালির জার্মান সহযোগ হয়েছে। ওছাড়া জার্মানির সঙ্গেও ভারতের যে সাংস্কৃতিক বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তাও দুই দেশের ভাষা ও সাহিত্য শিল্পের চর্চাকে ঘনিষ্ঠ করে তোলে। তবে এখানে নিয়মিত বাংলা চর্চা কেন্দ্র বলতে উল্লেখ করতে হয়— হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের নাম। এখানকার প্রধান দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। এখান থেকে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বাংলা কবিতার অনুবাদ।

এছাড়া জার্মানির বিভিন্ন স্থানে 'সামার স্কুলে' বাংলা শেখানো হয়। এজন্য ঐ সময় তারা বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষকও নিয়ে থাকেন।

ফ্রান্স : প্যারিসের সেবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা শেখানোর ব্যবস্থা আছে। শেখান কবি লোকনাথ ভট্টাচার্যের স্ত্রী ফ্রান ভট্টাচার্য। বাংলার বিশিষ্ট পণ্ডিত ফাদার দ্যাতিয়েনের নামও -এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি রচনা করেছেন বাংলা গ্রন্থ 'ডায়েরির ছেঁড়াপাতা' ও 'গদ্য পরম্পরার' মতো মূল্যবান গ্রন্থ। তিনি কলকাতায় বহুদিন কাটিয়েছেন। শোনা যায় তাঁর ছাত্র অনুরাগীদের নিয়ে একটি বাংলা শিক্ষাকেন্দ্র, বাংলা গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন বেলজিয়ামে।

চেকোশ্লোভাকিয়া : এ দেশের চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বাংলা চর্চা কেন্দ্র তার অধ্যাপক দুশান জাভাবিতেন । তিনিই ঐ কেন্দ্র শুধু করেন। তিনি নিজে অনুবাদ করেছেন বাংলার বিখ্যাত পল্লীগীতি-কাব্য 'ময়মনসিং গীতিকা'। শোনা যায় প্রাগ (প্রাহা) বিশ্ববিদ্যালয়েও বাংলা পড়ানো হয়ে থাকে।

পোল্যাণ্ড : এখানে ইন্ডোলজির বিষয় হিসেবে বাংলা চর্চা করার ব্যবস্থা আছে।

রুমানিয়া : রুমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বাংলা বিভাগ ছিল। পড়াতেন অধ্যাপিকা অমিতা রায়। তিনি বহু অনুবাদও করেছিলেন।

ইতালি : এখানে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা বিভাগ আছে। এক সময় অধ্যাপক ছিলেন রবিউদ্দীন আহম্মদ। এখন পড়ান তাঁর স্ত্রী।

অস্ট্রেলিয়া : অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ আছে। যেখানে অধ্যাপক হিসাবে গিয়েছিলেন অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়, অতীন্দ্র মজুমদার ও মলয় গঙ্গোপাধ্যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ম্যারিয়ান ম্যার্ডান বহু বাংলা কবিতার অনুবাদ করেছেন।

রাশিয়া : এ প্রসঙ্গে তথ্য যা, তা বিগত সোভিয়েত ইউনিয়নের সময়কার কথা। পৃথিবীর বৃহত্তম প্রকাশনা ছিল তাদের। তাদের বিভিন্ন বিদেশি ভাষার সহজসুলভ সুন্দর প্রকাশনা ইতিহাসের এক বিরল অভিজ্ঞতা। শুধু গ্রন্থই নয় ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় পর্যন্ত দেখেছি তাদের পত্র - পত্রিকা। বাংলাদেশে — অরুণোদয়, পশ্চিমবঙ্গে— সোভিয়েত দেশ, সোভিয়েত লিটারেচার, সোভিয়েত নারী, সোভিয়েত ইউনিয়ন খুবই জনপ্রিয় ছিল।

তাদের বাংলা প্রকাশনা বিভাগ ছিল দারুণ সমৃদ্ধ। সঠিক, সুসম্পাদিত, স্বল্পমূল্যে তাদের সরবরাহের গ্রন্থগুলি দরিদ্র মানুষেরও ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে ছিল। বিদেশে বাংলা চর্চার এমন বিপুল আয়োজন আর কোথায় কবে হবে জানি না! রাজনীতি, শিশু - কিশোর সাহিত্য, ধ্রুপদী সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের বিচিত্র বিষয়ে সব ধরনের প্রকাশনা ছিল তাদের। এ জন্য তারা বিশিষ্ট কবি সমর সেন, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, বিনয় রায়, অরুণ সোম - এর মতো প্রখ্যাত ব্যক্তিকে যেমন তাদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি তাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও বাংলা পড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এক্ষেত্রে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বিশেষভাবে করা যায়। মস্কো ও লেনিগ্রাদ, এখানে ভাষা শিক্ষার নেতৃত্বে ছিলেন মাদাম ভেরা নোভিকোভা। মস্কো বেতারে বাংলা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাম মাদার মালকানোভা।

এশিয়ার অন্যান্য দেশের আলোচনার আগে একটা কথা স্মরণীয়। তা হল স্বাধীনতার পূর্বে ভারতের সঙ্গে জাপান, বর্মা সহ বিভিন্ন দেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বার্মায় তো একসময় বিপুল সংখ্যক বাঙালির যাতায়াত ছিল। এ ছাড়া জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপ সমুহে ভারতীয় ও বাংলার সংস্কৃতির বহু নিদর্শন আজও মেলে।

জাপান : প্রযুক্তিবিদ্যায় আজ শ্রেষ্ঠ দেশ জাপান। এই জাপানের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতির যোগ দীর্ঘদিনের। রাজনীতি, ধর্ম, শিল্পসাধনা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে সে সমন্বয়। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে জাপানি পণ্ডিতেরা শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। জাপানে যেসব স্থানে বাংলাভাষা চর্চার সুযোগ আছে তার মধ্যে দুটি কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য।

ক) চোতিও বিদেশি ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় : এখানে বাংলা ভাষা বিভাগের দায়িত্বে আচেন অধ্যাপক কে. নারা। এই কে. নারার সহযোগ ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক রবীন্দ্র রচনা শব্দভিত্তিক তালিকা Lexical Indcx প্রস্তুত করেছেন। এছাড়া আছেন অধ্যাপক ঔচিদা— উনি কাজ করেছেন বাংলার মনীষী অশ্বিনীকুমার দত্তের ওপরে।

খ) তুকুবা (Tsukuba) বিশ্ববিদ্যালয় : টোকিও থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়াতেন অধ্যাপক কাজুয়ো আজুমা। জাপানে এছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি বাংলা চর্চা কেন্দ্র পরিচালনা করেন। তারই উৎসাহে বাংলা - জাপান নানা সম্প্রীতি প্রকল্প কার্যকরী হচ্ছে।

চীন : পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে চীনা ভবনের পরিকল্পনার মধ্যেই দুই দেশের সুদীর্ঘকালের সাংস্কৃতির মেলবন্ধনের ঐতিহ্য ও আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে চীনের বিপ্লব ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নানা প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আছে। চীনের বিদেশি ভাষা বিভাগ সোভিয়েতের মতো ব্যাপক সংখ্যায় না হলেও প্রচুর গ্রন্থাদির অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। আর এক্ষেত্রে অধিকাংশ অনুবাদই শুনেছি চীনের ভাষা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে করানো। চিনা বেতারে আমরা কখনোই বাংলা প্রোগ্রামে কোন বাঙালি ঘোষকের কণ্ঠ শুনিনি। প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁরা ছিলেন চীনের লোক। কিছুদিন আগেও চীন থেকে প্রকাশিত নানা বাংলা বই কলকাতায় ন্যাশনাল বুক এজেন্সিসহ নানা বইয়ের দোকানে পাওয়া যেতো। যার মধ্যে ধ্রুপদী নানা তথ্য আর ইতিহাস। চীনে যে প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত বাংলা চর্চা করা হয়— তার নাম 'ইনস্টিটিউট অব সোসাল সায়েন্স' এর দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ।

কিছুদিন আগে চীনের যে শিক্ষা টিম পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন - তারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌দের

সঙ্গে মিলিত হয়। তখন এক প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা জানান বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে নাকি ওখানে বাংলা চর্চা হয়ে তাকে। তবে উচ্চ ডিগ্রি প্রদানের কোনও প্রতিষ্ঠান সেখানে নেই।

বাংলাদেশ : পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার আইনত স্বীকৃত। স্বাধীন বাংলাদেশ তার পঠন - পাঠন, গবেষণা, আইন, আদালত, বিদেশি সংযোগ সর্বক্ষেত্রে বাংলাভাষার ব্যবহারে প্রয়াসী। সর্বক্ষেত্রে যে সম্পূর্ণত সফল তারা হয়েছেন তা নয়, কিন্তু এক বিপুল প্রয়াস সেখানে চলেছে।

প্রতি বছর ২১ শে ফেব্রুয়ারি সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে শত শত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়। কেবল গ্রন্থ প্রকাশ নয় বাংলাভাষাকে সার্বিকভাবে আন্তর্জাতিক ভাষা হয়ে উঠবার প্রয়োজন যেমন দেখা দিয়েছে তেমনি তার জন্য চেষ্টাও চলছে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে।

বাংলা একাডেমি গত ৩রা ডিসেম্বর ১৯৫৫ সাল থেকে এ সব কাজ করে চলেছে। তাদের প্রকাশনার বিষয়গুলির মধ্যে আছে অর্থ শতাধিক বিষয়। যেমন— (১) অভিধান (বানান ও উচ্চারণ অভিধানসহ) (২) পরিভাষা (বিজ্ঞানসহ আন্তর্জাতিক বিচিত্র বিষয়ে)। (৩) প্রবন্ধ ও তত্ত্বগ্রন্থ (৪) ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব (৫) গল্প উপন্যাস কবিতা (৬) দুষ্প্রাপ্য রচনাবলী (৭) লোকসাহিত্য (৮) নাটক (৯) কিশোর সাহিত্য (১০) সংস্কৃতি (১১) সমাজ বিজ্ঞান (১২) লোক প্রশাসন (১৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (১৪) দর্শন (১৫) মনোবিজ্ঞান (১৬) অর্থনীতি (১৭) বাণিজ্য (১৮) ব্যবস্থাপনা (১৯) গার্হস্থ্য অর্থনীতি (২০) আইন (২১) শিক্ষক শিক্ষণ (২২) সাংবাদিকতা (২৩) চিত্রকলা (২৪) গণিতশাস্ত্র (২৫) পরিসংখ্যান (২৬) রসায়ন (২৭) প্রাণীবিদ্যা (২৮) উদ্ভিদবিদ্যা (২৯) কৃষিবিদ্যা (৩০) ভূগোল (৩১) ভূতত্ত্বও মৃত্তিকা বিজ্ঞান (৩২) চিকিৎসা বিজ্ঞান (৩৩) প্রকৌশল ও কারিগরিবিদ্যা (৩৪) সাধারণ জ্ঞান (৩৫) স্বাধীনতা সংগ্রাম (৩৬) অফিস আদালত (৩৭) ধর্ম (৩৮) ভাষা শহীদ। —একটি মাত্র প্রকাশনার এই অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশের মধ্যেই প্রতিফলিত হয় এই ক্ষুদ্র দেশের বিশাল উদ্যোগের। আজ বাংলাভাষাতে তৈরি হচ্ছে সামরিক বাহিনীর কমান্ড থেকে নানা সাঙ্কেতিক ভাষায় ব্যবহারিক চিহ্ন আবিষ্কারে। তাদের রেডিও, টিভিতে বাংলা ভাষার যথার্থ উচ্চারণে আর উপস্থাপনে হতে হচ্ছে সমৃদ্ধ। তাই বাংলাদেশে নিয়ত চলেছে সেই সাধনা। সরকারী প্রয়াসের পাশাপাশি বেসরকারী প্রয়াসও এক্ষত্রে লক্ষণীয়। আমার জানার মধ্যে শব্দরূপ নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে— যারা বাংলা ভাষার আদি যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সাহিত্য ও ভাষা ঐতিহ্যের অনুষঙ্গে প্রকাশ করেছে অসাধারণ সব ক্যাসেট। বাংলা দেশের প্রখ্যাত কথা শিল্পী বাকশিল্পাচার্য অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের পরিকল্পনা ও প্রযোগে এই অপরূপ প্রয়াস প্রাণ পেয়েছিল। যাতে গ্রামে বসেও শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারে যে কোন বাংলাভাষী, এ তার এক আন্তর্জাতিক মানের উদ্যোগ। এ জন্যে তিনি 'আনন্দ পুরস্কার' পান।

এমনি সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ মৌলবাদ আর সাম্রাজ্যবাদরে আক্রমণের মধ্যে দাঁড়িয়েও বাংলা ভাষার এসব অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য অনুসন্দানে ব্রতী। ব্রতী মাতৃভাষাকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন করতে। মাইকেল, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মীর মোশারফ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, জগদীশচন্দ্র সত্যেন বসু, মেঘনাথ সাহা, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, আবদুল হাই, সুকুমার সেন - দের ভাষায় ঐতিহ্যের পতাকা হাতে বাংলাদেশ বাংলা ভাষা চর্চার সেই মহাসমুদ্রে যাত্রা করছে। সহোদর হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে বসে আমরা তাদের সঙ্গে যুক্ত করব আমাদের সাধনা, যা আমাদের মাতৃভাষাকে যথার্থ অর্থেই আন্তর্জাতিক মানে 'একদিন' উন্নীত করবে।

উপসংহার : মাতৃভাষার অধিকার আজ যেমন আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রথম শর্ত, তেমনি নানাদেশের নানা ভাষা চর্চার মাধ্যমে যে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও মানবিকতার জয়গান ঘোষিত হয়, তার কোনো সীমানা নেই। ভাষা চেতনা প্রবাহ, ভাষা অন্তরঙ্গতার প্রাণ, ভাষা মানুষের আত্ম অনুভূতি প্রকাশের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। তাই বাংলা ভাষা চর্চা - বাঙালির বিশ্ববিচরণের পাখা বিস্তার। বিশ্বব্যাপ্ত চর্চা আসলে বাঙালির মনন - চিন্তন ও চেতনারই আলোক বিচ্ছুরণ, তা যত বেশি হবে, তত আমরা বিশ্ব নাগরিক হবো— হবো মাতৃভাষার প্রান সৌরভে।

১. সূত্র - নির্দেশ—

স্থানাক্রম	ভাষা	ভাষাভাষী জনসংখ্যা
১ম	চীনা ভাষা	৮৮.৫ কোটি
২য়	ইংরেজি ভাষা	৩২.২কোটি
৩য়	স্প্যানিশ ভাষা	২৬.২কোটি
৪র্থ	বাংলা ভাষা	১৮.৯কোটি
৫ম	হিন্দি ভাষা	১৮.২কোটি
৬ষ্ঠ	পর্তুগীজ ভাষা	১৭.০কোটি
৭ম	রাশিয়ান ভাষা	১৭.০কোটি
৮ম	জাপানী ভাষা	১২.৫কোটি
৯ম	জার্মান ভাষা	৯.৮কোটি